REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪৬ ইংরাজী 22nd November 1939 | ২৬শ সংখ্যা

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমা

(১৯৩৭-৩৮)

৩ কোটি টাকার উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

চল্‌তি বীমা	...	১৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর
বীমা তহবিল	...	২ „ ৬৭ লক্ষের „
মোট সংস্থান	...	২ „ ৯৭ „ „
প্রিমিয়াম আয়	...	... ... ৬৯ „ „
দাবী শোধ	...	১ কোটি ৬০ „ „

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

সাব অফিস :—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

স্যাঙো

...বাটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—২৬৪, ২৬৫, ২৬৬ বংশাল রোড, নবাবপুর ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৪৬ সাল

বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা

মহীসার গ্রামের শ্রীযুক্ত বামাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—গত ২৮শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময় খড়গ্রাম থানার নিকটবর্ত্তী গন্ধেশপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত সুধাকর মিশ্র মহাশয়ের গৃহে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে উক্ত পরিবারের ছয় জন অগ্নিদাহে প্রাণ হারাইয়াছে। উক্ত মিশ্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সূতিকাগৃহে থাকাকালীন কিরূপে আগুন লাগিয়া যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে সেই অগ্নি কেবলমাত্র ঐ ঘরখানিতেই ব্যাপক হইয়া পড়ে।

ঐ গৃহের উপরের ঘরে তাঁহার এক অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যা এবং ঐ কন্যার তিন বৎসর বয়স্কা শিশুকন্যা দশ ও সাত বৎসর বয়স্কা দুইটী পৌত্রী এবং দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা একটী দৌহিত্রী নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল। অগ্নি এরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল যে তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে পারে নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা জানালা হইতে করজোড়ে আর্ত্তনাদ সহ প্রার্থনা করিতে থাকে, 'দাদু, বাবা, আমাদের রক্ষা করুন।' সকলে নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক, উপায় নাই, কিন্তু হঠাৎ এই করুণ দৃশ্যে ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়া মিশ্র মহাশয়ের বিংশতি বর্ষের ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ সৌরেন্দ্রমোহন মিশ্র নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সেই জ্বলন্ত অনলে মেয়েদের উদ্ধারকল্পে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অবশেষে কোন প্রকারেই তাহাদের উদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে পুড়িতে পুড়িতে নীচে আসিয়া তাহার বড় দাদা কমলাক্ষের (যাঁহার দুইটী গুণ-সম্পন্না রূপবতী কন্যা দগ্ধ হইয়াছে) পদতলে পড়িয়া বলিল, "দাদা আমি চলিলাম, মরণে দুঃখ নাই, এই কষ্ট থাকিল প্রাণ দিয়াও একজনকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, মরণ সার্থক হইল না।" মহাদেবের মূর্ত্তি দেখাও বলিয়া অজ্ঞান হয়, এইরূপে একদিন থাকিয়া পরমলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, আত্মোৎসর্গের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। মহান্ হৃদয় যুবকের আত্মত্যাগ জাতির গৌরব। এ নিদারুণ কাহিনী ভাষা বা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। একটি পরিবার একবারে সর্ব্বস্বান্ত। আশা করি এই বীরহৃদয় যুবকের আত্মোৎসর্গের কাহিনী জাতির প্রাণে চিরজাগ্রত থাকিবে। সৌরেন্দ্রমোহন বহরমপুরে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিত। এই বয়সে সে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি অনেকগুলি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এক সঙ্গে একটি পরিবারের পিতা-মাতার চক্ষের সম্মুখে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছয়টী প্রাণীর শোচনীয় মৃত্যু যে কিরূপ মর্ম্মন্তুদ হৃদয়স্পর্শী তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। 'কান্দী-বান্ধব'

চীনাপাড়ায় অগ্নিকাণ্ড

গত ২১শে নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কলিকাতার উপকণ্ঠে ট্যাংরা সাউথ রোডস্থ চীনা পল্লীর ৩৫টি ট্যানারী (চামড়ার কারখানা) ও বহু কুটির ভস্মীভূত হইয়াছে। এইরূপ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নাই বলিলেও চলে। ৩০টি কারখানার মধ্যে প্রায় ২০টী বেশ বড় ধরণের ফ্যাক্টরী; সুখের বিষয় কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ আড়াই লক্ষ টাকা হইবে। কারখানার যন্ত্রপাতি ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণকারী

গত আগষ্ট মাসে একমাত্র হাওড়া ষ্টেশনে ১১৯০ জন বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৯০ জন দণ্ডিত হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে মোট ৭৪০৲ টাকা জরিমানাস্বরূপ আদায় করা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় বিনা টিকিটে ভ্রমণের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৯৪০ জন; সুতরাং গত বৎসরের আগষ্ট মাসের তুলনায়, এ বৎসরের আগষ্ট মাসের বিনা-টিকিটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। এইরূপ অপরাধ বৃদ্ধির কি কারণ নিহিত রহিয়াছে তাহা একটী বিশেষ গবেষণার বিষয় বলিয়া মনে করি। আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার একটী বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গলায় ইউনিয়ন বোর্ড

১৯৩৭-৩৮ সালে বাংলা দেশের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মোট সংখ্যা ৪৮৯৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০৪৪ হইয়াছে এবং ১৫৪টী নূতন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় ১০০, ২৪ পরগণায় ১০, নদীয়ায় ২, ময়মনসিংহে ৩১, ফরিদপুরে ৪ এবং বাখরগঞ্জ জেলায় ৭টী নূতন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকা জেলার ১২টী বোর্ডকে পুনর্গঠন করিয়া ৮টী করা হইয়াছে এবং বাখরগঞ্জ জেলার ভোলা মহকুমার একটী ইউনিয়ন বোর্ড নদীর ভাঙ্গনে বন্ধ হইয়াছে।

রাঁচীতে যক্ষ্মা নিবাস

রাঁচী হইতে ১০ মাইল দূরে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-শ্রম ১২০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছেন। তথায় যক্ষ্মা-রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য-নিবাস খোলা হইবে। এই স্থানে ধূলা, বালী নাই, নির্ম্মল বায়ু, অপর্য্যাপ্ত সূর্য্য কিরণ ও শুষ্ক। হাসপাতাল, ওয়ার্ড, চিকিৎসকদের বাসস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা বারাণসীর ন্যায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

পাটকলের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

গত ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে,—'ফ্যাক্টরী আইনের ৮ম ধারার বিধানানুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে, গভর্ণর বাংলার সমস্ত পাটকলকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা বজায় থাকা পর্য্যন্ত উক্ত আইনের ৩৪ ধারার বিধান হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।' উক্ত ধারার বিধান এই যে—প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদিগকে কোন কারখানায় সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার অধিক এবং ঠিকা শ্রমিকদিগকে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার অধিক কার্য্য করিতে দেওয়া হইবে না।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণে চাকুরী

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ণমেণ্ট ৫ হাজার ইন্স-পেক্টার, এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর, প্রাথমিক লিপিকার, এলাকা কর্ম্মচারী, এলাকা নকলনবীশ, চেকার, কেরাণী ও পিওন নিযুক্ত করিবেন। বিভিন্ন অঞ্চলে কর্ম্মচারিগণ পাটের জমি পরিদর্শন করিবেন এবং ১৯৩৯ সালে যে সকল ক্ষেত্রে পাটচাষ হইয়াছিল, তাহার তালিকা মিলাইবেন। এই চাকুরী সকল সাময়িক ও তাহা কয়েক মাসের জন্য হইবে। যাহাদিগের কার্য্য সন্তোষজনক হইবে তাহা-দিগকে ১০ মাস কাল চাকুরীতে রাখা হইবে। আলি-পুরের সার্ভে বিল্ডিংএ শ্রীনীহারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লোক মনো-নয়ন করিবেন। সমগ্র বাংলা হইতে যোগ্য লোক পাওয়া না যাইলে জেলার সদর হইতে লোক সংগৃহীত হইবে।

আগামী বৎসরের সরকারী ছুটি

নিগোসিয়েবল ইনষ্ট্রুমেণ্ট এক্ট অনুসারে বাংলার গবর্ণর ১৯৪০ সালের নিম্নলিখিত দিনগুলিকে সরকারী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—

ইদুজ্জোহা—২২শে জানুয়ারী; শ্রীপঞ্চমী—১৩ই ফেব্রুয়ারী; মহরম—১৯শে ফেব্রুয়ারী; ইষ্টার স্যাটারডে ও দোলযাত্রা—২৩শে মার্চ্চ; ইষ্টার মনডে—২৫শে মার্চ্চ; চৈত্র সংক্রান্তি—১৩ই এপ্রিল; সম্রাটের জন্মদিন—১৩ই জুন; ব্যাঙ্কের ষাণ্মাসিক হিসাব নিকাশ—১লা জুলাই; জন্মাষ্টমী—২৭শে আগষ্ট; মহালয়া—১লা অক্টোবর; দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা—৭ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই, ১৫ই ও ১৭ই অক্টোবর; কালীপূজা ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর; ইদল-ফেতর—১লা ও ২রা নভেম্বর; খ্রীষ্টমাস পর্ব্বের পূর্ব্ব দিন—২৪শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস পর্ব্বের পর দিন—২৬শে ডিসেম্বর; বৎসরের শেষ দিন—৩১শে ডিসেম্বর।

নিগোসিয়েবল ইনষ্ট্রুমেণ্ট এক্ট অনুসারে রবিবার নিউ-ইয়ার্স ডে গুডফ্রাইডে (২৻শে মার্চ্চ) এবং খ্রীষ্টমাস ডে (২৫শে ডিসেম্বর) সরকারী ছুটির দিন বলিয়া গণ্য হয়।

১৯৪০ সালে ইদুজ্জোহার প্রথম দিন (২২শে মার্চ্চ) এবং ফতেহা দোয়াজ দাহাম (২৫শে ডিসেম্বর) রবিবার পড়িয়াছে। নিগোসিয়েবল ইনষ্ট্রুমেণ্ট এক্ট অনুযায়ী রবিবার সরকারী ছুটির দিন বলিয়া গণ্য হওয়ায় এই দুইটী পর্ব্ব সরকারী ছুটির তালিকাভুক্ত করা হয় নাই।

বাংলার গভর্ণর ঘোষণা করিতেছেন যে নিম্নলিখিত সরকারী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষিত না হইলেও কলিকাতার রেজিষ্টার অব এশ্যুর্যান্সের অফিস ও কলিকাতার কালেক্টর অফ ষ্ট্যাম্প রেভিনিউএর অফিস ব্যতীত বাংলা সরকারের অধীন সমস্ত অফিস, রেভিনিউ ও ম্যাজিষ্টরের আদালত বন্ধ থাকিবে।

হিন্দু পর্ব্বোপলক্ষে ছুটি:— শ্রীপঞ্চমী—১৪ই ফেব্রু-

য়ারী; দশহরা—১৪ই জুন; দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা—৫ই ১১ই, ১২ই, ও ১৪ই অক্টোবর; জগদ্ধাত্রী পূজা—৯ই নবেম্বর। ৬ই ও ১৩ই অক্টোবর এই দুইটী দিন রবিবার পড়িয়াছে। মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে ছুটি:— ফতেহা দোয়াজ দাহাম—২০শে মে। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টমাসডের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনও (অর্থাৎ ২৭শে, ২৮শে ও ৩০শে ডিসেম্বর) ছুটির দিন।

কলিকাতায় সংবাদপত্র

কলিকাতা ও সহরতলীতে যে কয়েকটী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। দৈনিক সংবাদপত্র ২৫টী, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১২০টী, অর্দ্ধসাপ্তাহিক সংবাদপত্র ৫টী, পাক্ষিক ১৮টী, মাসিক পত্র ২৫০টী, দ্বৈমাসিক ৯টী, ত্রৈমাসিক ২৫টী, চতুর্ম্মাসিক ৬টী ষান্মাসিক ১টী ও বার্ষিক ৪টী।

নোবেল প্রাইজ

এ বৎসর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। পদার্থ বিদ্যা—কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ আর্ণেষ্ট অর্লাণ্ড। সাহিত্য—কৃষকদের জীবনযাত্রা বিষয়ে উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী ফিনল্যাণ্ডের মিঃ ফ্যান্স সিনানপি। রসায়ন—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুটেন্যাণ্ডেট ও জুরিকের অধ্যাপক রুজিকাক।

দান প্রত্যাখ্যান

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গবেষণার উদ্দেশ্যে লেডী অবলা বসু দুইটী বৃত্তি স্থাপন করিবার জন্য ৫০ হাজার টাকা দিবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করে। ঐ বৃত্তি দুইটী প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন বাঙ্গালী হিন্দু ছাত্রদিগকে প্রদান করিবার সর্ত্তে ঐ অর্থ দান করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে লেডী বসু যে সর্ত্তে ঐ অর্থ দান করিতে চাহিয়াছিলন গভর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই।

জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষা

হাওড়ার শিবপুর শ্মশান ঘাটে বলাই নামক এক ব্যক্তি স্নান করিবার সময়ে হঠাৎ জলমগ্ন হয়। তাহাকে প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। শিবপুর থানার পুলীশ ইন্সপেক্টর বাবু আশুতোষ চাটার্জ্জিও ঐ সময় স্নান করিতে ছিলেন। তিনি সাঁতার দিয়া তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

লক্ষাধিক টাকার কোম্পানীর কাগজ অপহরণ

বহরমপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার শ্রীমণিমোহন বসুর দুই ভৃত্য লক্ষাধিক টাকার কোম্পানীর কাগজ অপহরণ করে। ভৃত্যগণকে রাত্রে না পাইয়া সন্দেহবশতঃ পুলীশে সংবাদ দেওয়া হয়। পরদিন একস্থানে কোম্পানীর কাগজাদি পাওয়া যায়। বেলা ৮॥ টার সময় ভৃত্যদ্বয়কে বেলডাঙ্গা ষ্টেশনে ধৃত করা হয়।

প্রফেসর গণপতি চক্রবর্ত্তীর পরলোকগমন

গত ২৬শে কার্ত্তিক রবিবার আড়াই ঘটিকার সময় কলিকাতার নিকট বরানগর—কাশীনাথ দত্তের রোডে তাঁহার নিজ অধিষ্ঠিত রাধা নীরোদবরণ জীউ মন্দির-প্রাঙ্গণে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ভারতের বিখ্যাত যাদুকর ছিলেন; ইনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, তুরস্ক, রুশিয়া, জাপান ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গিয়া রৌপ্য ও স্বর্ণপদক চারি শতাধিক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দান দাক্ষিণ্যে ও ধর্ম্মেকর্ম্মে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় এবং কৃষ্ণনগর আমিন-বাজারে বারোয়ারী চক নির্ম্মাণাদি করাইয়া দিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার মঙ্গল-কামনা করি।

দিন দুপুরে ডাকাতি

সম্প্রতি জনৈক মাদ্রাজী কলিকাতা ১নং ডালহৌসী স্কোয়ারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কারেন্সী বিভাগের কাউণ্টার হইতে ৫ হাজার টাকা চুরির জন্য দুঃসাহসিক চেষ্টা করে। লোকটীর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর।

প্রকাশ, বাঙ্গলার একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস হইতে ৫ হাজার টাকার দশ টাকার কারেন্সী নোট ভাঙ্গাইবার জন্য চেক প্রেরণ করা হইয়াছিল। টাকা গুণিয়া যখন থলিয়ায় ভর্ত্তি করা হইতেছিল সেই সময় সেই মাদ্রাজী লোকটা কাউণ্টারের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সে হঠাৎ থলিয়াটা কাড়িয়া লইয়া হলের বাহিরে পলায়ন করে। কাউণ্টারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী চীৎকার করিয়া উঠায় একজন পুলীশ কনেষ্টবল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ধরিয়া ফেলে। টাকার থলিয়া তখন লোকটার কাছেই ছিল।

হেয়ার ষ্ট্রীটের পুলীশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাহারা টাকাকড়ি বুঝিয়া লইয়া আসামীকে থানায় প্রেরণ করে। আরও তদন্ত সাপেক্ষ তাহাকে পুলীশ হাজতে রাখা হইয়াছে।

আমাদের ভাষা

আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালাই আমাদের মাতৃভাষা। যে ভাষার আমরা গর্ব্ব করি, তাহা আজ হৃতমানের পথে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতীয় বিতাড়ন যেমন সুরু হইয়াছে, তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙ্গালী বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও লোপের চেষ্টা চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর আর বাংলা পড়িবার সুযোগ নাই। তাহারা শেষ পর্য্যন্ত মাতৃভাষা হইতেও বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। তত্রস্থ গভর্ণমেণ্টসমূহ বাঙ্গলা ভাষাকে পাঠ্য-রূপে নামঞ্জুর করিয়াছেন।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং বাংলা ভাষা প্রচার কল্পে গ্রামে গ্রামে বোর্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। হায় বাঙ্গালী! তোমরা যেখানে যাইয়া তত্রত্য উন্নতি বিধান করিয়াছ সেখানে তোমাদের স্থান হয় না। আর যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষার মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ অবশেষে ঋষিদেব যে ভাষার মুখ আরও উজ্জলতায় গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সে ভাষা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া দাবী করিতে পারে না। দাবী করাও নাকি অন্যায়। একে নাকি প্রাদেশিকতা বলে!

এ আমাদেরই ত্রুটি। প্রাদেশিকতার ভয়ে আমরা নিজের ভাষাকেও অবজ্ঞা করিতে শিখিয়া, আমাদের নিজেদের সত্তা হারাইতে বসিয়াছি।

আমার নিজের একটী অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন আমি কলিকাতার কোনও রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় কোনও এক শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী একটা রিক্সাওয়ালাকে ডাকিলেন। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দুই একটা কথা বলায় তিনি বুঝিলেন যে, সে বাঙ্গলা বুঝে না। তখনি সে হিন্দি না জানিলেও আধ বাঙ্গলা আধ হিন্দীতে তার সঙ্গে কথা শেষ করিলেন। একথা হয়ত সত্য রিক্সাওয়ালা অশিক্ষিত বা বাংলা জানে না বলিয়াই তাহার সঙ্গে ভদ্রলোকটি হিন্দিতে কথা কহিলেন। কিন্তু কই আমরা যখন হিন্দী ভাষাভাষীর দেশে যাই তখন তো আমাদের বুঝিবার সুবিধার্থ তাহারা আমাদের সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা বলে না। এইখানেই আমরা আমাদের সত্তা বা মর্য্যাদা হারাই ও দেশে হিন্দীভাষা প্রচার জন্য যাহারা হিন্দী জানে না তাহারা যদি দুচার কথা হিন্দী লিখিতে বা বলিতে পারে তবে পুরস্কৃত করা হয়। মিঃ গান্ধী প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিক এবং দেশনায়কগণও বহুদিন যাবৎ হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এমন কি ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'কংগ্রেস' হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙ্গলা ভাষাকে বর্ত্তমানে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করায় বাংলা ভাষার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা শুধু বাঙ্গালাতেই প্রসারলাভ করিলে বাংলা ভাষা সর্ব্বভারতীয় ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। এ জন্য চাই প্রচার। একে প্রাদেশিকতা বলে না, বলে 'আত্মমর্য্যাদা রক্ষা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা'।

'২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ'।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৯

৮০২ খাং ডিঃ জোতিষচন্দ্র ঘোষ দীং দেং সদাগর মণ্ডল দীং দাবি ৪৪৷৶৯ থানা সুতী মৌজে খোকসাগাছি ২-২৫ শতকের কাত ৬৷৶২৷ আঃ ৩০৲ খং ৯০

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব ==

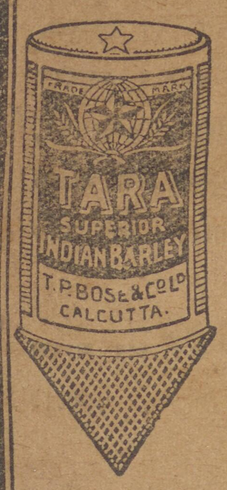

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটাফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনুকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মুল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৵০। ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৵০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵০, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵৫ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ৴০ কমিশন বাদ

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটি, (মুর্শিদাবাদ)

শুভ-উদ্বোধন—সহৃদয় গ্রাহকবর্গের শুভেচ্ছায় ও সুবিধার্থে বর্ত্তমান জবাকুসুম কার্য্যালয় শীঘ্রই চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ নবনির্ম্মিত সুরম্যসৌধ "জবাকুসুম হাউসে" স্থাপিত হইবে। **সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিং** কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ,
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ ঃ—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনসুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর * রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট (ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ) *

লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্বরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।